সংবাদ

তারিখ ... 30 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

সখীপুর মাওলানাপাড়া সর. প্রা. বিদ্যালয়

সভাপতির জাল স্বাক্ষরে স্লিপের টাকা আত্মসাৎ

অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে

প্রতিনিধি, সখীপুর (টাঙ্গাইল)

টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার ভক্তারচালা মাওলানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে তিন বছর ধরে ব্যাংক চেকে সভাপতির স্বাক্ষর জাল করে সরকারি বরাদ্দের স্লিপের টাকা উত্তোলনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রধান শিক্ষকের এহেন জালিয়াতি, দুর্নীতি ও গর্হিত কাজের বিচার চেয়ে ওই বিদ্যালয়ের সভাপতি এম এ গণি মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৬ সালে স্থাপিত ভক্তারচালা মাওলানাপাড়া কমিউনিটি বিদ্যালয়টি ২০১৩ সালে সরকারি করণ করা হয়। ওই সময় সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের যৌথ স্বাক্ষরে স্লিপের টাকা উত্তোলনের জন্য সোনালী ব্যাংক সখীপুর শাখায় একটি হিসাব খোলা হয়। যার নম্বর ৩৩০৩০৫৬৬। হিসাব খেলা থেকে বিগত তিন বছর ধরে ওই অ্যাকাউন্ট থেকে সভাপতির স্বাক্ষর জাল করে এক লাখ ২৭ হাজার টাকা উত্তোলন করে প্রধান শিক্ষক মো. মিজানুর রহমান আত্মসাৎ করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়। ওই তিন বছরে অ্যাকাউন্টে স্লিপের কত টাকা এসেছে কিংবা কখন উত্তোলন করা হয়েছে কোন কিছুই বিদ্যালয়ের সভাপতিকে জানানো হয়নি বলেও তিনি উল্লেখ করেন। স্লিপের টাকা আত্মসাতের বিষয়টি অস্বীকার করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মিজানুর রহমান বলেন, টাকা উত্তোলন করে সঠিকভাবে ব্যয় করা হয়েছে। তবে টাকা উত্তোলনের বিষয়ে সভাপতিকে জানানো হয়নি।

সভাপতি এম এ গণি বলেন, ২০১৩ সাল থেকে অদ্যবধি একাউন্টে স্লিপের কত টাকা এসেছে কিংবা কখন উত্তোলন করা হয়েছে কোন কিছুই আমাকে জানায়নি। আমার স্বাক্ষর জাল করে তিনি স্লিপের সব টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছেন। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আমিনুল হক বলেন, স্বাক্ষর জাল করে টাকা উত্তোলনের বিষয়ে সভাপতির লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জেলা উপবৃত্তি মনিটরিং কর্মকর্তা আসাফুদ্দুল্লাহ বলেন অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।